মেহেরপুর জেলা বিএনপির সদস্য সচিব কামরুল হাসানের গণসংযোগ অব্যাহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের গোভিপুরে বিএনপির ৩১ দফা দাবির প্রচারে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বিকেলে জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে এ কর্মসূচি পরিচালিত হয়।

গণসংযোগকালে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, “বর্তমান সরকারের নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা দিয়েছেন, কিন্তু এনসিপি নামের একটি সংগঠন বলছে নির্বাচন হতে দেওয়া যাবে না। এই ধরনের ষড়যন্ত্র বাংলাদেশের মানুষ কোনদিন মেনে নেবে না।

বিগত ১৭ বছরে যেভাবে ভারতীয় আগ্রাসন বাংলার মানুষের উপরে থাবা হিসেবে এসেছে, সেটার বাংলার মানুষ মেনে নেবে না।”
তিনি আরও বলেন, “ফেব্রুয়ারিতে ব্যালটের মাধ্যমে যদি নির্বাচন হয়, সেই নির্বাচনে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন ইনশাল্লাহ।” একইসাথে তিনি নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।

এ সময় তিনি বুড়িপোতা ইউনিয়নের গোভিপুর গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের হাতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা দাবি সম্বলিত লিফলেট বিতরণ করেন এবং তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

গণসংযোগ অনুষ্ঠানে জেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য ইলিয়াস হোসেন, আনছার উল হক, আলমগীর খান ছাতু,সাবেক পিপি আবু সালে মোহাম্মদ নাসিম, হাফিজুর রহমান হাফি, মীর ফারুক, ওমর ফারুক লিটন, রোমানা আহম্মেদ, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকা বিল্লাহ, সদর উপজেলা সাংগঠনিক সম্পাদক সোহরাব হোসেন, হামিদ খান গাজু, জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম, পৌর বিএনপির

সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা মহিলা দলের সহ-সভাপতি সাবিহা সুলতানা, জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি মোশারেফ হোসেন তপু, সদস্য মেহেদী হাসান রোলেক্স, সদর থানা যুবদলের সাবেক সভাপতি হাসিবুজ্জামান স্বপন, বুড়িপোতা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি নাসির উদ্দিন, পিরোজপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আতিউর রহমান, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মীর জাহাঙ্গীর আলম, পৌর যুবদল নেতা রিপন, নাহিদসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুরে মাদক মামলায় একজনের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড

মেহেরপুরে হেরোইন রাখার অপরাধে মো. টবলু হোসেনকে ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছে আদালত। অনাদায়ে আরও ১৫ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আজ সোমবার দুপুরে মেহেরপুর চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

সাজাপ্রাপ্ত আসামি গাংনী উপজেলার কাজিপুর (খন্দকারপাড়া) গ্রামের মাদক ব্যবসায়ী মো. টবলু হোসেন।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০২৩ সালের ১৬ জুলাই রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই মো. আবুল কালাম আজাদ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে গাংনী উপজেলার গোলামবাজার এলাকায় অভিযান চালান। এ সময় আসামি টবলুকে তার বাড়ির সামনে থেকে আটক করা হয়। পরবর্তীতে উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে তার শরীর তল্লাশি করে হাফপ্যান্টের বাম পকেট থেকে ৫ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

আদালত সূত্রে আরও জানা গেছে, টবলুর বিরুদ্ধে এর আগেও একাধিক মামলা রয়েছে। এর মধ্যে ২০১৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি গাংনী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৮(গ) ধারায় মামলা, ২০১৪ সালের ২ ডিসেম্বর বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা ও ২০১০ সালের ২২ এপ্রিল

দণ্ডবিধির ৩২৬/১৪৩/৩২৩/৩০৭ ধারায় মামলা।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তারা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলার নথি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে তার বিরুদ্ধে উপরোক্ত রায় দেন। রায় ঘোষনার পরে আসামীদের জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

বাংলাদেশ স্কাউটস মেহেরপুর জেলা রোভারের ত্রৈবার্ষিক কাউন্সিল সভা

মেহেরপুর জেলা রোভার স্কাউটসের ত্রৈবার্ষিক কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (১৮ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১১টার দিকে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজকে সভাপতি, মেহেরপুর সরকারি কলেজের আরএসএল মোঃ আলমগীর হোসেনকে সম্পাদক এবং মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম নজরুল কবীরকে কমিশনার করে ২৯ সদস্য বিশিষ্ট জেলা রোভার কমিটি গঠন করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসকের পক্ষে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (আইসিটি) তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ।

বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ শরীফ উদ্দিন (এল.টি) এবং রোভার অঞ্চলের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড. তৌফিক আহমেদ (এল.টি)। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা রোভার এডহক কমিটির সদস্য সচিব এ কে এম আশিকুজ্জামান।

মেহেরপুর জেলা রোভার এর সাবেক সম্পাদক অধ্যাপক ফররুখ আহমেদের সঞ্চালনায় এছাড়াও এসময় রোভারের রেজিস্ট্রেশন নবায়নকৃত বিভিন্ন কলেজ ও মুক্তদলের সভাপতি এবং প্রতিটি দলের আরএসএলগণ কাউন্সিলর হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপুরে জেলা বিএনপি’র গণসংযোগ অব্যাহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের শোলমারিতে বিএনপি’র ৩১ দফা দাবির প্রচারে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রবিবার বিকেলে জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে এ কর্মসূচি পরিচালিত হয়।

গণসংযোগকালে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, “শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান যে বাংলাদেশ নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন—স্বনির্ভর বাংলাদেশ, আমরা সেই স্বপ্নের বাংলাদেশ উপহার দিতে চাই ৩১ দফা বাস্তবায়নের মাধ্যমে।” তিনি আরো বলেন, “বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের বিচার এবং একটি সুষ্ঠু নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত আমরা রাজপথ ছাড়ব না।”

এ সময় তিনি কুতুবপুর ইউনিয়নের শোলমারী গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের হাতে বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা দাবি সম্বলিত লিফলেট তুলে দেন এবং মতবিনিময় করেন।

গণসংযোগ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সদস্য ইলিয়াস হোসেন আনছারুল হক, আলমগীর খান ছাতু, হাফিজুর রহমান হাফি, ওমর ফারুক লিটন, সদর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকা বিল্লাহ, সদর উপজেলা সাংগঠনিক সম্পাদক সোহরাব হোসেন, হামিদ খান গাজু, জেলা বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম, পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আনিসুর রহমান লাভলু, আমদহ ইউনিয়ন বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক সাব্বির হোসাইন, পৌর বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক মীর জাহাঙ্গীর আলম, বিএনপি নেতা নাহিদসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুরে নানা আয়োজনে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ পালিত

মেহেরপুরে ‘অভয়াশ্রম গড়ে তুলি, দেশি মাছে দেশ গড়ি’ এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৫ পালিত হয়।

সোমবার (১৮ আগস্ট) সকাল ১০টায় এ উপলক্ষে পোনা মাছ অবমুক্তকরণ ও একটি বর্ণাঢ্য র্যালির আয়োজন করা হয়।

র্যালিটি জেলা শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অঃ দাঃ) সাধন চন্দ্র সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকারের ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম।

এছাড়াও এসময় সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবির আনসারী, জেলা শিক্ষা অফিসার আব্দুর রহিম, সদর উপজেলা মৎস্য অফিসার ফাতেমা কামরুন নাহার আঁখি, সিনিয়র সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা মীর জাকির হোসেন, জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষক আমিনুল ইসলামসহ মৎস্যজীবী আব্দুল মাজেদ, আসেদ আলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠান শেষে মৎস্য চাষে বিশেষ অবদান রাখা চাষিদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয় এবং পরে মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়।

মেহেরপুরে মোখলেসুর রহমান স্কুল অ্যান্ড কলেজের ফরম বিতরণের উদ্বোধন

মেহেরপুর জেলা সদরের চুয়াডাঙ্গা সড়কে সন্ধ্যানী সংস্থার পরিচালনায় মোখলেছুর রহমান স্কুল অ্যান্ড কলেজের আগামী শিক্ষাবর্ষের জন্য নার্সারি থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি ফরম বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকালে নির্মাণাধীন বিল্ডিং এ কাজের উদ্বোধন করেন, সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মহাঃ আবু জাফর। এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন, সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান, সন্ধ্যানী সংস্থার কোর্ডিনেটর জাকি আল জাকওয়ান নিবিড়, সংস্থার প্রশাসনিক কর্মকর্তা আক্তারুজ্জামান, ভাইস প্রিন্সিপাল রাজু আহমেদ, মাধ্যমিক শাখার একাডেমিক প্রধান আক্তার হোসেন, প্রাথমিক শাখার একাডেমিক প্রধান ও নুতন শাখার প্রধান হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত সাইফুর রহমান মিরন, সন্ধ্যানী নার্সিং ইনস্টিটিউটের প্রধান শাহনাজ পারভীন, অভিভাবক আশিক উর রহমান, আরিফ হোসেনসহ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও ফরম নিতে আসা অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবু জাফর ডঃ মোখলেছুর রহমান সম্পর্কে বলেন, তিনি ছাত্র জীবন থেকেই সামাজিক কাজ ও মানুষের কল্যাণে কাজ লরে যাচ্ছেন। করমদি গ্রামে হাসপাতাল নির্মাণ, সেলাই প্রশিক্ষন কেন্দ্র তৈরী, স্কুল তৈরী, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরী সহ অসংখ্য প্রতিষ্ঠান তৈরী করেছেন। আমরা সংস্থার পক্ষ থেকে তাকে সম্মানিত করার জন্য মেহেরপুরের এই প্রতিষ্ঠানের নাম ওনার নামে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি যদিও প্রথমে তিনি রাজী ছিলেন না।

তিনি আরও জানান, মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ও মেহেরপুর জেলা কে শিক্ষাক্ষেত্রে আরও এগিশে নেয়ার জন্য গাংনীর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে মেহেরপুরে মোখলেসুর রহমান স্কুল অ্যান্ড কলেজ চালু করতে যাচ্ছি। তিনি বলেন, এ প্রতিষ্ঠান আপনাদের সকলের। আপনাদের সহযোগিতায় এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টি একটি মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলবো। আগামীতে মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয় চালু হলে এখান থেকে ভাল মানের শিক্ষার্থী বের হতে

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে।

তিনি জানান, শিক্ষার পাশাপাশি এক্সাকারিকুলাম এক্টিভিটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মানসিক ও শারিরীকভাবে একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে এ প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাবে। এ প্রতিষ্ঠানের জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি। আগমাী বছর ২০২৬ সালে নার্সারি থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত একাডেমিক কার্যক্রম চালু হবে। প্রতিবছর ধাপে ধাপে শ্রেণী সংখ্যা বাড়তে থাকবে বলে তিনি জানান।

উল্লেখ্য যে, গাংনীতে সন্ধ্যানী সংস্থা পরিচালিত স্কুলটি জেলার অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। এ বছর সন্ধ্যানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে ১৩৮ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়ে ৬২ জন জিপিএ ৫ সহ সবাই পাশ করে জেলায় প্রথম হয়েছে।

মেহেরপুরে পাটের ভালো ফলনেও দামে হতাশ কৃষক

মেহেরপুরে এবার পাটের ভালো ফলন হলেও কাঙ্ক্ষিত দাম না পাওয়ায় হতাশ কৃষকরা। জমি চাষ, সার, বীজ, পানি, শ্রমিক-সবকিছুতেই খরচ বেড়েছে, কিন্তু বাজারে ন্যায্য দাম মিলছে না। এবছর পাটের দাম মন প্রতি ৪ থেকে সাড়ে ৪ হাজার টাকা নির্ধারণের দাবী চাষীদের।

এভাবে লোকসান হলে আগামীতে পাট চাষ থেকেমুখ ফিরিয়ে নেবেন চাষিরা।

পর পর বেশ কয়েক বছর সোনালী আঁশ পাটের দাম ছিল নিম্নগামী। “কৃষকরা যে দামে পাট বিক্রি করেন, তাতে খরচই উঠে না। প্রতি বছরই লোকসানে যাচ্ছেন কৃষক।” তবে, এবছর সেই দাম কিছুটা বেড়ে বাজারে এখন সাড়ে ৩ হাজার টাকা মন বিক্রি হচ্ছে। এতে উৎপাদন খরচ কোনো রকম উঠলেও লাভবান হচ্ছেন না কৃষক। পাটের মন প্রতি সরকার চার থেকে সাড়ে চার হাজার টাকা মন নির্ধারণ করার দাবী তাদের।

কৃষকরা জানিয়েছেন, সার, বিষ, পরিবহন খরচ ও শ্রমিকের মজুরি আগের তুলনায় দ্বিগুণ হয়েছে। যার ফলে লাভ তো দূরের কথা, মূলধনই ফিরে

পাওয়ায় সংশয় দেখা দিচ্ছে।

“সরকারি হস্তক্ষেপ ছাড়া কৃষকের এই অবস্থা থেকে উত্তরণ কঠিন। দাম নির্ধারণ করা হলে কৃষক উৎসাহ পাবে।” স্থানীয় কৃষকদের দাবি, সরকার পাটের মূল্য নির্ধারণ করে সরাসরি পাট সংগ্রহের ব্যবস্থা নিলে ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন কৃষক।

মেহেরপুর জেলা কৃষি বিভাগের তথ্য মতে জেলায় এবছর ১৬ হাজার ৬৩০ হেক্টর জামিতে পাট চাষ হয়েছে। ফলন ভালো হলেও মূল্য না পেলে কৃষকের মুখে হাসি ফোটে না। তাই টেকসই পাটখাতে ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করাই সময়ের দাবি।

ইচাখালী গ্রামের কৃষক ইদ্রিস আলী জানান, এক বিঘা জমিতে তিনি পাচ চাষ করেছিলেন। জমি চাষ, বীজ বপন, সেচ ও নিড়ানি খরচ বাবদ প্রায় ১২ থেকে ১৪ হাজার টাকা খরচ হয়। ওই জমিতে ১০মন পাট হয়েছে। বিক্রি হয়েছে ২ হাজার টাকা মন। খরচ উঠছে কোন রকম। লাভ হচ্ছে না।

ঊন্দও গ্রামের কৃষক বাবর আলী বলেন, প্রতি বছরই পাটে লোকসান হচ্ছে। তবুও আশায় আশায় পাটের আবাদ করি। এবছরেও দুই বিঘা জমিতে পাট চাষ করেছি। খরচের টাকা টা কোন রকমে উঠছে। শুধু পরিবারে জ্বালানী হিসেবে পাটকাঠির জন্য আবাদ করি। তবে আগামিতে আর পাটের আবাদ করবো না। বিকল্প আবাদে যাবেন তিনি।

নওপাড়া গ্রামের কৃষক মোছাদ্দেক আলী, ধলা গ্রামের কৃষক জাবের আলী বলেন, আমরা কৃষকম। লাভ আর লোকসান বুঝতে গিয়ে বার বার লোকসান হচ্ছে। তবে পাটের দাম সরকারি ভাবে বৃদ্ধি করা না হলে দেশ থেকে সোনালী আশ এ অঞ্চল থেকে হারিয়ে যাবে।

মেহেরপুর জেলা কৃষি বিভাগের তথ্য মতে, জেলায় এবছর ১৬ হাজার ৬৩০ হেক্টর জামিতে পাট চাষ হয়েছে। ফলন ভালো হলেও মূল্য না পেলে কৃষকের মুখে হাসি ফোটে না। তাই টেকসই পাটখাতে ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করাই সময়ের দাবি।

গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসার ইমরান হোসেন বলেন, কৃষি বিভাগ কৃষকের পাশে থেকে কাজ করছেন। পাট চাষিরা যেনো ন্যায্য মূল্য পাই এবং দালাল ফঁড়িয়া দারা প্রতারিত না হয় সে লক্ষে কাজ করছে কৃষি বিভাগ। তিনি আরও বলেন, কৃষকদের লোকসানের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরে জানানো হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুরের বারাদীতে বিএডিসি শ্রমিকদের বিক্ষোভ সমাবেশ

বাংলাদেশ কৃষি ফার্ম শ্রমিক ফেডারেশনের আন্দোলন কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিএডিসি, বারাদী কৃষি খামারে ২০২৫ এর নীতিমালা বাতিল ও ২০১৭ সালের নীতিমালা বহালের দাবীতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে খামার শ্রমিকেরা।

রবিবার বিকাল সাড়ে ৫ টায় মেহেরপুর বীজ উৎপাদন খামার প্রাঙ্গনে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রমিকদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বারাদী খামার প্রাঙ্গণ থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি বের হয়ে বারাদী বাজার প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে প্রতিবাদ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

প্রতিবাদ সভায় বক্তারা বলেন, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০২৫ সালে যে শ্রমিক নীতিমালা তৈরী করা হয়েছে তা শ্রমিকদের স্বার্থ বিরোধী। আমরা এই নীতিমালা বাতিল ও ২০১৭ সালের নীতিমালার বাস্তবায়ন চাই।

এ সময় বক্তব্য রাখেন চিৎলা ভিত্তি পাটবীজ খামার শ্রমিক ইউনিয়ন সভাপতি আব্দুস সাত্তার, যুগ্ন সম্পাদক তরিকুল ইসলাম, চিৎলা খামার শ্রমিক ইউনিয়ন উপদেষ্টা আক্তারুজ্জামান ও বারাদী খামার শ্রমিক সর্দার রফিকুল ইসলাম নান্নু।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বারাদী ফার্ম শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মুকুল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালামসহ খামারের বিভিন্ন ব্লকের শ্রমিকেরা।

মেহেরপুরে হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন

মেহেরপুরে হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১২ দিনব্যাপী বিউটিফিকেশন প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করা হয়েছে।

রবিবার (১৭ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের সভাকক্ষে এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক আশাদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. তরিকুল ইসলাম।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, সমাজের মূলধারার বাইরে থাকা জনগোষ্ঠীকে কর্মমুখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা বর্তমান সরকারের অন্যতম উদ্যোগ। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হিজড়া জনগোষ্ঠী পেশাগত দক্ষতা অর্জন করে সমাজে মর্যাদার সাথে এগিয়ে যেতে পারবে।

এসময় সমাজসেবা অফিসার (রেজিঃ) কাজী মো. আবুল মনসুর, সরকারি শিশু পরিবারের (বালক) তত্ত্বাবধায়ক মো. তৌফিকুল রহমান, সমাজসেবা শহর কার্যালয়ের কর্মকর্তা মো. সোহেল মাহমুদসহ সমাজসেবা বিভাগের বিভিন্ন কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন।

জেলা সমাজসেবা কার্যালয় আয়োজিত এ প্রশিক্ষণ চলবে আগামী ১২ দিনব্যাপী।

মেহেরপুরে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর

জীবনমান উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সমাপনী অনুষ্ঠান

মেহেরপুরে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৫ দিনব্যাপী টেক কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের আয়োজনে রবিবার (১৭ আগস্ট) দুপুর ২টার দিকে সমাজসেবা কার্যালয়ের সভাকক্ষে এ সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক আশাদুল ইসলাম।

সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, বর্তমান যুগ তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। তাই সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকেও আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান অর্জনে এগিয়ে আসতে হবে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা কর্মসংস্থানের নতুন পথ খুঁজে পাবে। ফ্রিল্যান্সিং এবং কম্পিউটার দক্ষতা এখন যে কোনো ক্যারিয়ারের জন্য অপরিহার্য। আমরা আশা করি, এই প্রশিক্ষণ তাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। সমাজসেবা অধিদপ্তর সব সময় পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে থাকবে।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবা অফিসার (রেজিঃ) কাজী মো. আবুল মনসুর, প্রশাসনিক যুক্ত জুনিয়র হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা মো. এ. কে. ছায়েদুজ্জামান, সমাজসেবা শহর কার্যালয়ের কর্মকর্তা মো. সোহেল মাহমুদ, প্রশিক্ষক এস. এম. রাসেল প্রমুখ।

শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট ও অনুদানের টাকা বিতরণ করা হয়।